দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 16 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যুগপৎ ডিগ্রী নেয়া তিন ব্যক্তি ঢাবির আরবী বিভাগে শিক্ষক

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত দুই প্রার্থী বাদ! ঢাবি অধ্যাদেশের পরিপন্থী এই নিয়োগে ক্ষোভ

মাজহারুল আনোয়ার শিপু ॥ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যুগপৎভাবে ডিগ্রী নেয়া তিন ব্যক্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের পরিপন্থী। রাতের আঁধারে সিলেকশন কমিটির সভা ডেকে একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী এই তিন প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে স্বর্ণপদক লাভকারী দুই প্রার্থীকেও বাদ দেয়া হয়েছে বলে বিভাগের শিক্ষকরা জানিয়েছেন। আগামী সিন্ডিকেট সভায় এই নিয়োগ অনুমোদন করা হবে। এই নিয়োগের বিরুদ্ধে সিলেকশন কমিটির এক সদস্য নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অন্য শিক্ষকদের মধ্যেও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ লঙ্ঘনের মাধ্যমে এই নিয়োগ দেয়া হতে পারে আঁচ করে কিছু শিক্ষক উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার অনুরোধ জানান। উপাচার্য শিক্ষকদের অনুরোধের জবাবে ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে ওই শিক্ষকরা জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নিয়মাবলীর ৬ নম্বর ধারা ও অধ্যাদেশের ১৬ ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে যুগপৎ ডিগ্রী নিতে পারবে না। যদি নেয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভর্তি কিংবা ডিগ্রী বাতিল করা হবে।

সূত্রমতে, রবিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে দুই সহকারী অধ্যাপক ও তিন প্রভাষক পদে শিক্ষক নিয়োগ দিতে সিলেকশন কমিটির সভা বসে। সন্ধ্যা ৭টায় এই সভা শুরু হয়ে গভীর রাত অবধি চলে। প্রভাষক পদে ৩০ প্রার্থী আবেদন করে। কিন্তু দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাতে সিলেকশন কমিটির সভা বসায় অনেক প্রার্থী এতে উপস্থিত হতে পারেননি বলে জানা গেছে। সিলেকশন কমিটি প্রভাষক পদে নূরে আলম, রফিকুল ইসলাম ও মুহাম্মদ তাজুল ইসলামকে মনোনীত করে। তিন প্রার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ারত অবস্থায় গোপনে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে ফাজিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম ফাজিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করেন। তাঁর রোল নম্বর ছিল ১৩৯৩০। তার এই ফলের খবর ১৯৯৮ সালের ২ নবেম্বর দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ছাপা হয়। নূরে আলম ১৯৯৯ সালে ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন। তাঁর রোল ৩০০৫৫৩ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ০০০০১০ ছিল। রফিকুল ইসলাম ১৯৯৭-৯৮ সেশনে ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন। তাঁর রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর যথাক্রমে ৪১১০৫৭ ও ০১৯৭৪৯ ছিল। তিন প্রার্থীই ছাত্র জীবনে ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে বাদ দেয়া স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত দুই প্রার্থী হলেন আরশাদুল হাসান ও জহিরুল ইসলাম। এদের মধ্যে আরশাদুল হাসান মাস্টার্সে রেকর্ড পরিমাণ শতকরা ৮০ দশমিক ২ ভাগ নম্বর প্রাপ্ত। আরশাদুল হাসান যাতে প্রভাষক পদে আবেদন না করতে পারেন সেজন্য তাঁর রেজাল্ট শেষদিন পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে যুগপৎ ডিগ্রী নেয়ার কোন অভিযোগ নেই। শিক্ষকরা বলেছেন, ছাত্র শিবির করার যোগ্যতা না থাকার কারণেই তাঁদের বাদ দেয়া হয়েছে। সহকারী অধ্যাপক পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিভাগে প্রভাষক পদে কর্মরত রুহুল আমিন ও মিজানুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও যুগপৎ ডিগ্রী নেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আজামস আরেফিন সিদ্দিক এই নিয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন, এটা একটা ভয়াবহ ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় যুগপৎ ডিগ্রী নেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সব কিছু জেনেও সেখানে প্রাথমিক নিয়োগ দেয়ায় আমরা স্তম্ভিত। উপাচার্যকে অবহিত করার পরও এই ঘটনা ঘটায় শঙ্কিত। হতবাক হয়েছি দেশের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের আঁধারে কীভাবে সিলেকশন কমিটির সভা বসে। বর্তমান প্রশাসন যে গত পাঁচ বছরে একের পর এক দলীয় শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে ভোটার বাড়িয়েছে, এই নিয়োগ তাই প্রমাণ করে।

সিলেকশন কমিটির প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার যুগপৎ ডিগ্রী থাকার বিষয়টি স্বীকার করে জনকণ্ঠকে বলেন, ডিগ্রী ছিল কিন্তু তারা এ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে তা বাতিলের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে আবেদন করেছে। সেই সব ডকুমেন্ট আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে। আমরা নিয়োগের সুপারিশের সঙ্গে সেগুলো সিন্ডিকেটে প্রেরণ করেছি। এখন সিন্ডিকেটই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।